যদি হই সুজন –৪
স্বপ্নের ফেরিওয়ালা
নন্দিনী হোসেন

জনাব কুদ্দুস খানের লিখা পড়লাম ।তিনি ভারতের সিল্যিকন ভ্যালির কথা অনেকটা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন ।যদি ও আমার কখন ও সৌভাগ্য হয় নি ব্যাংগালোর যাওয়ার,বাস্বচক্ষে তা দেখার,তারপর ও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এ যাবত যতটুকু ই জানতে পেরেছি,তাতে সত্যি বলতে কি এক ধরনের বিষাদ বোধ করি !তা অবশ্যই অন্যের উন্নতি দেখে গাত্রদাহ হওয়ার কারণে নয়। তার কারণ বোধ করি এই যে ,আমাদের অবস্থান কোথায়,মনের মধ্যে সেই তুলনা এসেই যায় !ঠিক এতখানি না হলে ও,আমরা ও কি পারতাম না স্বাধীনতার এত গুলো বছর পর একটা অন্তত সম্মান জনক অবস্থান তৈরি করে নিতে ।দেশের জন্য আন্ত রিক,বাস্তব সম্মত ধ্যান ধারণা নিয়ে সরকার গুলো যদি এগিয়ে যেত,তা হলে অবশ্যই সম্ভব ছিল অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার।কিন্তু আমরা আমজনতা যত ই হা পিত্যেশ করি না কেন,আমাদের নেতা নেত্রীদের তা নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা আছে বলে মনে হয় না।তাদের তো একটাই কাজ, ক্ষমতায় যাওয়া,আর যেমন করেই হোক তা ধরে রাখা । ছোট্ট এই দেশ টার দুর্ভাগ্য ই বলতে হবে। দেশ টার অস্থি মজ্জা,হাড় মাংস খেয়ে ছিবড়ে করে ফেলল,তবু তাদের সর্বনাশী ক্ষুধা নিবৃত হবার নয় !

আমাদের দরকার একজন স্বাপ্নিক,কর্ম বীরের !একদল স্বপ্ন দেখা,সৎ দক্ষ,কর্ম যোদ্ধার !আমি স্বপ্নকে গুরুত্ব দেই।দিতেই হবে !কারণ যার বা যাদের কোন স্বপ্ন নেই,তাদের তো কিছুই নেই আসলে ।স্বপ্নহীন মানুষ কখন ও কি কিছু করতে পারে ?আগে তো স্বপ্ন,তারপর বাস্তবায়ন । যাই হোক। দেশটির আসলে এখানেই দুর্ভাগ্য !আমরা এ পর্যন্ত তেমন বড় কোন স্বপ্ন দেখি নি,দেখতে শিখিনি ।জন্মাবধি শুনে আসছি আমাদের দেশ টা গরিব,মৃত্যু শিয়রে যখন হানা দেবে,তখন ও হয়ত তাই শুনতে হবে ।প্রজন্মের পর প্রজন্ম শেষ হয়ে যাবে,অথচ আমাদের এক ই কথা শুনতে হবে কেন ? আমরা কেন পৃথিবীর সব থেকে নিকৃষ্ট সুচক গুলোতে বার বার প্রথম স্থান অধিকার করব ? অথচ আমাদের মহান নেতা নেত্রীদের গায়ের চামড়া এমনি মোটা যে ,তাতে লাজ-লজ্জার বালাই তো নেই ই, বরং পরম উৎসাহে কোমড় বেধে গ্রাম্য ঝগড়া চলে দিনের পর দিন,বছরের পর বছর । এদের স্বপ্ন দেখার বা দেখানোর সময় বা ইচ্ছা কোথায় ?আমাদের তরুনেরা যদি হতাশা গ্রস্থ না হয়,সন্ত্রাসী না হয়,তো হবে টা কে ?তাদের সামনে আদর্শ কোথায় ?না পরিবার,না সমাজ,না দেশ কেউ ই তো কিছু এদের দিতে পারছে না ।বিশাল একটা জন গুষ্ঠির স্বপ্ন তাই বার বার ই পলাতক রয়ে যায় !মানুষেরা বেচেঁ আছে যেন তেন ভাবে,যে যেমন পারছে অন্যকে মেরে কেটে নিজে উপরে উঠার সিঁড়ি হাতড়ে ফিরছে,কিন্তু তারা নিজেরা ও হয়ত জানে না এই সিঁড়ি কত পিচ্ছিল !আর অন্যেরা পরে পরে মার ই শুধু খাচ্ছে !সিলিক্যন ভ্যালির স্বপ্ন তো এদের কাছে বহুদুর ! আমি মনে করি ,তারুন্যের তেজ ফিরিয়ে আনা এই মুহুর্তে্য সব চেয়ে জ রুরী ।বিশুদ্ধ তেজ !যারা ভেংগে বেড়িয়ে আসবে ,রাজনৈতিক গুষ্ঠি গত দন্দ্ধ হানাহানির গুঠির চাল থেকে !তবেই হয়ত কিছু আশা আছে !

জনাব কুদ্দুস খান,তাঁর লিখায় কয়েকটা সহজ প্র শ্ন তুলে ধরেছেন ,যে মানুষ ধর্মের জন্য,নাকি ধর্ম মানুষের জন্য !ধর্ম যখন এসেছিল,তখন হয়ত তার প্রয়োজনীয়তা ছিল,মানুষের কিছু কল্যান ও হয়ত করা হয়েছে তখন,কিন্তু এখন ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়েছে !মানুষের কল্যান করার কোন ক্ষমতা এখন আর কোন ধর্মের নেই ,বরং উলটো টাই সত্যি !তবু যেহেতু মানুষের অধিকারে বিশ্বাসী ,তাই মনে করি যে যার ইচ্ছা মত,পছন্দ মত ধর্ম পালন করুক যার যার ঘরের ভিতর,অথবা উপাসনালয়ে ।কিন্তু যে বিষয় টা পিড়ীত করে , তা হচ্ছে ধর্ম কে নিয়ে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি !ধর্ম থাকবে ধর্মের জায়গায় । কিন্তু রাষ্ট্র কেন কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হবে ?
সে যাই হোক,আমার মূল ব্যক্তব্য যেটা , তা হচ্ছে বাংলাদেশ নামক ভূখন্ড কে ধর্মের রাহুগ্রাস

থেকে মুক্ত করতে হবে ।কারণ ,আমাদের অধঃপতনের যতগুলো কারণ বর্তমান ,তার মধ্যে ধর্ম নামক সংক্রমন টাই অন্যতম প্রধান !তার সাথে অনুঘটক হিসাবে অন্যান্য ব্যাপার গুলো তো আছে ই । একটা ব্যাপার ভাবলে সত্যি আশ্চর্যবোধ করি, এমন কি এই শতকে এসে ও,ধর্মের নামে কি ভাবে উন্মাদ হতে পারে মানুষ !গভীর হতাশা বোধ করি,আর ও যখন দেখি ,আজকের শিক্ষিত প্রজন্ম ,যারা হয়ত এক ওয়াক্ত নামাজ ও পড়ে কি না সপ্তাহান্তে সন্দেহ ,ধর্মের কোন কিছুই মানছে না হয়ত,কিন্তু যখন ই ধর্মিয় কোন ইস্যু উঠে,তখন ই তারা মহা ধার্মিক ! তখন ইসলাম নামক ধর্মিয় বর্ম পরে ইসলামি পৃথিবী তে সেঁধিয়ে যায় !তারা তখন ইসলামের জংগি সৈনিক !এমন ই হাব ভাব ! ভাল মন্দ বাছ বিচারের বালাই নেই। তখন ইসলামিক পৃথিবীর বাইরে,তাবৎ কিছু তাদের শত্রু !কাউকে ই তাদের মিত্র মনে হয় না ।ধর্ম অবশ্য ই মানুষের জন্য !কেউ যদি ধর্ম কর্ম করে শান্তি পায়,তাতে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।কিন্তু যখন ই দেখি,ধর্ম নামক এক ধরনের নেশা,নেশাগ্রস্থ করে ফেলছে মানুষ কে,বোধ বুদ্ধিহীন এক ধরনের মাতাল জন্ম দিচ্ছে,যারা নিজেরাও হয়ত বুঝতে অক্ষম, অথবা অনেকেই আছে যারা জেনে বুঝে ও না জানার না বুঝার ভান করে ,যে আজকের পৃথিবীতে কঠিন প্রতিযোগীতা করে এগিয়ে যাওয়া এই সব ধর্মিয় নেশাগ্রস্থ দের জন্য কতখানি দূরুহ !এই জন্য ই সব কিছু কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে আজকের বাংলাদেশে ।

বাংলাদেশে বর্তমানে এমন একটা জগাঁখিচুড়ি অবস্থা চলছে,তা থেকে উত্তরনের উপায় কি,তা নিয়ে কোন দিক নির্দেশনা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।এক ই ধরনের কথা বার্তা শুনে শুনে আমরা সত্যি ক্লান্ত ।‘ বাংলাদেশীরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু ’ক্রিস্টিন ওয়ালিক এর এই মনতব্য টি,নানাদিক থেকে ই সঠিক বলে মনে হয় ।আমাদের নেতা নেত্রীরা কখন ই দল মত এর উর্দ্ধে উঠে ,শুধু মাত্র দেশের ভাল হবে বলে কিছু করেছেন ,এমন নজির কি আছে ? নেই ।তা হলে আমরা কি করে ব্যাংগালোরের স্বপ্ন দেখতে পারি ?কিন্তু স্বপ্ন আমাদের দেখতেই হবে !আমাদের দরকার একজন স্বপ্নের ফেরিওয়ালার !

কল্যান হোক সবার
১২জানুয়ারি ২০০৪
nondinihussain@yahoo.co.uk